দৈনিক জনকণ্ঠ

তারিখ 22 APR 1998
পৃষ্ঠা ১ কলাম ৪

প্রশ্নপত্র ফাঁস ॥ সামাজিক দায়িত্ব পালন কি সংবাদপত্রের অপরাধ ?

পর্যবেক্ষক

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়া নিয়ে সরকারী ও বেসরকারী পর্যায়ে বর্তমানে যা কিছু ঘটছে তা উদ্বেগজনক। সরকার নিজে যা করতে পারেনি তা করে দেখাতে গিয়ে বিপাকে পড়েছে কতিপয় পত্রিকা। নিজের ব্যর্থতা অন্যের ঘাড়ে চাপানোর এ প্রবণতা আগামীতে সংবাদপত্রকে দায়িত্বপালনে দ্বিধান্বিত করে তুলতে পারে।

সন্দেহ নেই, এসএসসির মতো একটি গুরুত্বপূর্ণ পাবলিক পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়ে গেলে তার রহস্য উদঘাটনের দায়িত্ব সরকারের ওপরই বর্তায়। এ রকম গুরুত্বপূর্ণ এবং সম্মানজনক একটি কাজের ভাগ সরকার আর কাউকে দিতে চাইবে না এটাই স্বাভাবিক। কিন্তু সরকার যদি তার ওপর জনগণ প্রদত্ত সেই দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হয়, কোন পত্রিকা যদি সামাজিক দায়িত্ব বিবেচনায় তা স্বতঃপ্রণোদিত হয়ে পালন করে, তাহলে দোষটা কোথায়? প্রশ্নপত্র ফাঁস হতে না দেয়াও তো সরকারেরই দায়িত্ব।-তার পরেও প্রায় প্রতিবছরই ফাঁস হয় প্রশ্নপত্র। অনেক সময়ই সরকার প্রথমে

সাধু সাবধান

অস্বীকার করে, পরে পত্রিকায় লেখালেখি শুরু হলে টনক নড়ে, বাতিল করে সম্পন্ন হওয়া পরীক্ষা। ধরা যাক, এবারের কথাই। পত্রিকাগুলোতে প্রশ্ন ফাঁসের কথা না লিখলে সরকার নিজে থেকেই কি বিষয়টা স্বীকার করত?

(১১ পৃষ্ঠা ৩-এর কঃ দেখুন)

প্রশ্নপত্র ফাঁস

(প্রথম পাতার পর)

সরকারের তো বেশ কয়েকটি শক্তিশালী গোয়েন্দা বিভাগ রয়েছে। সারা দেশে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে এদের লোকজন। তার পরেও অতীতের দিকে তাকালে দেখা যাবে, মাথাভারি এই গোয়েন্দা সংস্থা নয়, প্রশ্নপত্র ফাঁস হওয়ার বিষয়ে বিভিন্ন পত্রিকার কয়েকজন রিপোর্টারই ভাল ভূমিকা রাখতে পেরেছেন।

কেবল পরীক্ষার প্রশ্নপত্রই নয়, দেশের বিভিন্ন সামাজিক, অর্থনৈতিক বিষয়েও সরকারী গোয়েন্দা সংস্থাগুলোর সাফল্য নিয়ে বিভিন্ন সময়ে প্রশ্ন উঠেছে। পত্রপত্রিকায় যখন সেসব বিষয়ে বিস্তারিত লেখালেখি শুরু হয়েছে, টনক নড়েছে তখন সরকারের। অনেক সময় পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যের ওপর ভিত্তি করেই গোয়েন্দা সংস্থাগুলো তাদের 'সুচিন্তিত' মতামত প্রদান শুরু করেছে। এ ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ের পিঁয়াজ বা লবণের মূল্য বৃদ্ধির কথা উল্লেখ করা যায়। এ ধরনের একটা সমস্যার উদ্ভব যে হতে যাচ্ছে প্রথমে সে ইঙ্গিত দিতে শুরু করে সংবাদপত্রগুলোই। শুরুতে সরকারের মধ্যে দেখা যেতে থাকে পাত্তা না দেয়ার একটি প্রবণতা। পরে ঘটনা যখন আয়ত্তের বাইরে চলে যাওয়ার উপক্রম হয়, তখন হুঁশ হয়। তাড়াহুড়া করে পিঁয়াজ আমদানির উদ্যোগ নেয়া হয়। অথচ সরকারের বিপুল ব্যয়ে পালিত গোয়েন্দা সংস্থা যদি সক্রিয় থাকত তাহলে আরও আগেই এ ব্যাপারে সরকার প্রতিরোধমূলক ব্যবস্থা নিতে পারত। নিদেনপক্ষে পত্রিকাগুলোতে যখন অশনি সঙ্কেত প্রকাশিত হতে থাকল, তখনই আমদানির উদ্যোগ নিলে সাধারণ মানুষের ভোগান্তি কমত অনেকটাই। একই কথা বলা যায় লবণের মূল্য বৃদ্ধির গুজব সম্পর্কে। পত্রিকাগুলোই প্রথমে সচেতন করেছে এ বিষয়ে জনগণকে। ফলে দাম কমে গেছে এক দিনেই। চট্টগ্রাম বন্দরে পচা চাল আমদানি, শেয়ার বাজার বিপর্যয়সহ আরও অনেক উদাহরণ দেয়া যাবে, যে সকল ক্ষেত্রে আগাম ইঙ্গিতটা সংবাদপত্রই দিয়েছিল। এ সব ইঙ্গিত প্রদানের পিছনে সরকারকে বিব্রত করা নয় বরং সচেতন করাই ছিল মূল উদ্দেশ্য। সমাজের বিবেক হিসাবে সামাজিক দায়িত্বই এভাবে পালন করেছে সংবাদপত্র।

এসএসসি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস সম্পর্কে সরকারের একটি গোয়েন্দা সংস্থা বলেছে, সরকারকে বেকায়দায় ফেলার জন্যই নাকি এটি করা হয়েছে। চট্টগ্রামের একটি মৌলবাদী রাজনৈতিক দলের নেতারাই নাকি জড়িত এই প্রশ্নপত্র ফাঁসের সঙ্গে। গোয়েন্দা সংস্থার এ বক্তব্যের সত্যতা নিয়ে কোন প্রশ্ন নেই। প্রশ্ন হচ্ছে প্রশ্নপত্র যে ফাঁস হয়ে যাচ্ছে বিষয়টি তারা আগে টের পায়নি কেন? গত বছরও প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছিল। সে ক্ষেত্রে অতীত অভিজ্ঞতার আলোকে এবার তো অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিল। এ কাজটি যারা করেনি তাদের বিরুদ্ধে কি ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে সেটাই জানতে চায় জনগণ সবার আগে। পরিকল্পিতভাবে সরকারকে বেকায়দায় ফেলতে প্রশ্নপত্র ফাঁস হয়েছে—এ স্বীকারোক্তির মধ্যেই লুকিয়ে আছে সরকারের ব্যর্থতা। একই রকম খোঁড়া অজুহাত শোনা গিয়েছিল বিগত সরকারের আমলে সার কেলেঙ্কারির সময়। তৎকালীন বিএনপি সরকারের দায়িত্বপ্রাপ্ত মন্ত্রী নিজের ব্যর্থতা ঢাকতে বলেছিলেন, 'বিরোধী দলের লোকেরা সার পাচার করে দিচ্ছে সীমান্তের ওপারে।' সঙ্গত কারণেই তখন প্রশ্ন উঠেছিল, সীমান্ত প্রহরার দায়িত্ব তো সরকারের। সার পাচার হচ্ছে ষড়যন্ত্রমূলকভাবে, তো সরকার কি করছে? এবারও সরকারের মধ্যে একই প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। খাদ্যশস্য সঙ্কট, বিদ্যুত সঙ্কট, জ্বালানি বা গ্যাস উত্তোলনে জটিলতা—সকল ক্ষেত্রেই নিজেদের ব্যর্থতা ঢাকতে দোষ অন্যের কাঁধে চাপানোর একটা প্রবণতা দেখা যাচ্ছে। বহুলভাবে ব্যবহৃত হচ্ছে ষড়যন্ত্র, সাবোটাজ—এসব শব্দ। পর্যবেক্ষক মহলের প্রশ্ন, এ ক্ষেত্রে গোয়েন্দা বাহিনী বা প্রশাসনের ভূমিকা কি? এরা কি সরকারের কথা শুনছে না? কোন নিয়ন্ত্রণ কি নেই এদের ওপর?

এই ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র পত্রিকায় ছেপে দেয়ার অপরাধে সম্পাদক, সাংবাদিক গ্রেফতার— এটি শেষ অবধি সরকারের ভাবমূর্তিকে উজ্জ্বল করল কিনা, তা নিয়েও সন্দেহ রয়েছে। ফাঁস হয়ে যাওয়া প্রশ্নপত্র পত্রিকায় প্রকাশ করার ঘটনা এ দেশে নতুন নয়। এর আগে বিভিন্ন পত্রিকায় তো বটেই, সরকারী মালিকানাধীন পত্রিকাতেও তা প্রকাশ করা হয়েছে। তখনও কিন্তু পাবলিক পরীক্ষা (অপরাধ) আইনটি বলবত ছিল। কিন্তু এর প্রয়োগের মাধ্যমে কোন সংবাদকর্মীকে আটক করা হয়নি। সংবাদপত্র কর্মীদের আটকের এই প্রবণতা বিপজ্জনক। অতএব সাধু সাবধান!